৮.১০ উত্থিতেন চ রাজ্ঞা ক্ষালিতাক্ষালিতে মুখে মুষ্টিমর্ধমুষ্টিং বাঽভ্যন্তরীকৃত্য কৃৎস্নমায়ব্যয়জাতমহ্নঃ প্রথমেঽষ্টমে ভাগে শ্রোতব্যম্। শৃণ্বত এবাস্য দ্বিগুণমপহরন্তি তেঽধ্যক্ষধূর্তাঃ। চত্বারিংশতং চাণক্যোপদিষ্টানাহরণোপায়ান্ সহস্রধাম্ব-বৃংহয়েব তে বিকল্পয়িতারঃ। দ্বিতীয়েঽন্যোন্যং বিবদমানানাংপ্রজানা-মাক্রোশান্দহ্যমানকর্ণঃ কষ্টং জীবতি। তত্রাপি প্রাড্বিবাকাদয়ঃ স্বেচ্ছয়া জয়পরাজয়ৌ দিশন্তঃ পাপেনাকীর্ত্যা চ ভর্তারমাত্মানং চার্থৈর্যোজয়ন্তি। তৃতীয়ে স্নাতুং ভোক্তুং চ লভতে। ভুক্তস্য যাবদন্নঃ পরিণামস্তাবদস্য বিষভয়ং ন শাম্যত্যেব। চতুর্থে হিরণ্যপ্রতিগ্রহায় হস্তংপ্রসারয়ন্নেবোত্তিষ্ঠতি।

उत्थितेन च राज्ञा क्षालिताक्षालिते मुखे मुष्टिमर्धमुष्टि वाऽभ्यन्तरीकृत्य कृत्स्नमायव्ययजातमह्नः प्रथमेऽष्टमे भागे श्रोतव्यम्। शृण्वत एवास्य द्विगुणमपहरन्ति तेऽध्यक्षधूर्ताः। चत्वारिंशतं चाणक्योपदिष्टानाहारणोपायान्सहस्रधात्मबुद्धयैव ते विकल्पयितारः। द्वितीयेऽन्योन्यं विवदमानानां प्रजानामाक्राशाद्दह्यमानकर्णः कष्टं जीवति। तत्रापि प्राड्विवाकादयः स्वेच्छया जयपराजयौ विदधानाः पापेनाकीर्त्या च भर्तारमात्मानं चार्थैर्योजयन्ति। तृतीये स्नातुं भोक्तुं च लभते। भुक्तस्य यावदन्धः परिणामस्तावदस्य विषभयं न शाम्यत्येव। चतुर्थे हिरण्यप्रतिग्रहाय हस्तं प्रसारयन्नेवोत्तिष्ठति।

টীকা—উত্থিতেনেতি। উত্থিতেন জাগ্রতা। ক্ষালিতাক্ষালিতে কিয়ৎক্ষালিতম্ কিয়ৎ অক্ষালিতম্ তস্মিন্। অভ্যন্তরীকৃত্যপ্রবেশ্য। কৃৎস্নম্ সর্বম্। আয়ব্যয়জাতম্ আয়ব্যয়সমূহম্। অহ্নঃ দিবসস্য। শৃণ্বতঃ (অনাদরেষষ্ঠী) শৃণ্বন্তম্ নৃপম্ উপেক্ষ্য। দ্বিগুণম্ আয়স্য দ্বিগুণম্। অপহরন্তি চোরয়ন্তি। অধ্যক্ষধূর্তাঃ ধূর্তাঃ অধ্যক্ষাঃ আহরণস্য (জনাৎ) গ্রহণস্য (করাদিরূপেণ) উপায়ান্। সহস্রধা সহস্রপ্রকারকান্। বিকল্পয়িতারঃ বিকারয়িতারঃ। দ্বিতীয়ে অষ্টমে ভাগে। অন্যোন্যম্ পরস্পরম্। বিবদমানানাম্ কলহমানানাম্ আক্রোশাৎ। দহ্যমানৌ অতিপীড়িতৌ কর্ণৌযস্য সঃ। কষ্টম্ ক্লেশেন। প্রাড্বিবাকাদয়ঃ ধর্মাধিকারিণঃ অন্যে চ। বিদধানাঃ কুর্বন্তঃ। অকীর্ত্যা অযশসা। ভর্তারম্ নৃপম্। অর্থৈঃ ধনৈঃ। তৃতীয়ে (অষ্টমভাগে) ভোক্তুম্ খাদিতুম্। ভুক্তস্য কৃতভোজনস্য। অন্ধসঃ ওদনস্য। পরিণামঃ পাকঃ। বিষাৎ ভয়ম্ (যানে শয্যাসনে পাত্রে ভোজ্যে বস্ত্রে বিভূষণে। সর্বদৈবাপ্রমত্তঃ স্যাদ্ বর্জয়েদ্ বিষদূষিতম্।' কামন্দকীয়নীতিসার ৬।৯)। চতুর্থে (অষ্টম ভাগে)। হিরণ্যস্য স্বর্ণস্য প্রতিগ্রহায় গ্রহণায়। হস্তং প্রসারয়ন্ এব করং প্রসার্য এব। উত্তিষ্ঠতি প্রতীক্ষতে।১০।

বঙ্গানুবাদ—ঘুম থেকে উঠেই কোন মতে মুখ ধুয়ে বা না ধুয়েই মুখে এক আধ মুঠো খাবার গুঁজে দিনের প্রথম প্রহরেই আয়-ব্যয়ের হিসাব শুনতে হবে। এই হিসাব শোনার সময়েই তাঁর চোখে ধুলো দিয়ে বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষেরা দ্বিগুণ চুরি করে। চাণক্য যদিও আহরণের চল্লিশটি উপায়ের কথা বলেছেন তারা বুদ্ধি করে সেক্ষেত্রে হাজারটি উপায় উদ্ভাবন করবে। দ্বিতীয় প্রহরে পরস্পরের সঙ্গে বিবদমান প্রজাদের বিচার শুনতে শুনতে কান দগ্ধ হয়ে গেলেও কষ্ট সহ্য করেও তাঁকে বাঁচতে হবে। সেখানেও প্রাড্বিবাক প্রভৃতি বিচারকেরা ইচ্ছামতন জয়-পরাজয়ের বিধান দিয়ে রাজাকে নিন্দায় ও পাপে লিপ্ত করে নিজেদের অর্থরোজগারের পথ প্রশস্ত করবে। তৃতীয় প্রহরে স্নানের এবং ভোজনের অবকাশ পাওয়া যাবে কিন্তু সেক্ষেত্রেও

Scanned with CamScanner

যতক্ষণ না ভুক্ত আহার পরিপাক হচ্ছে ততক্ষণ খাদ্যে বিষক্রিয়ার ভয় থেকে যায়। চতুর্থ প্রহরে সোনাদানা নেওয়ার জন্য হাত পেতে বসে থাকতে হবে।

আলোচনা—রাজপদ কোন সুখের আসন নয়, তা প্রতিপদে কণ্টকাকীর্ণ। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের পঞ্চমাংকে কঞ্চুকী রাজপদকে কষ্টসাধ্য বলেই রায় দিয়েছে। রাজাও তাই মনে করেছেন—'ঔৎসুক্যমাত্র মবসাদয়তি প্রতিষ্ঠা/ক্লিশ্নাতি লব্ধপরি পালনবৃত্তিরেব। নাতি শ্রমাপনয়নায় যথা শ্রমায় রাজ্যং স্বহস্তধৃতদণ্ডমিবাতপত্রম্'।। (৫/৬)। রাজার জীবন যেমন ছকে মাপা তেমনি প্রতিপদে সেখানে বিপত্তির আশঙ্কা। ভোরে ঘুম থেকে উঠেই সামান্য কিছু খেয়ে অথবা না খেয়েই আয়ব্যয়ের হিসাব দেখতে হয়। কোষের আর্থিক পরিস্থিতি না জানলে রাজ্যশাসন অসম্ভব। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে—'ব্রাহ্মণান্ পর্যুপাসীত প্রাতঃ উত্থায় পার্থিবঃ। ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধান্ বিদুষঃ তিষ্ঠেত্ তেষাম্ চ শাসনে'।। (৭/৩৭)। রাজা আয়ব্যয়ের হিসাব শোনার সময়ে বিভিন্ন বিভাগীয় অধ্যক্ষরা তাঁর কাছে মিথ্যা হিসাব পেশ করে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করে। কৌটিল্য বলেছেন—জিহ্বার উপরে মধু বা বিষ যাই দেওয়া হোক না কেন জিহ্বা যেমন তার আস্বাদ গ্রহণ করবেই; তেমনি রাজকর্মচারীরাও সব জায়গা থেকে অর্থ ভোগ করবে। 'যথা হ্যনাস্বাদয়িতুং ন শক্যং জিহ্বাতলস্থং মধু বা বিষং বা। অর্থস্তথা হ্যর্থচরেণ রাজ্ঞঃ স্বল্পোহপ্যনা স্বাদয়িতুং ন শক্যাঃ।।" অর্থশাস্ত্রে যদিও ধনোপার্জনের ৪০টি উপায়ের কথা বলা হয়েছে দুষ্ট অধ্যক্ষরা তার আহরণের হাজার উপায় বার করে। রাজাকে কৌশলে সেইসব দুষ্টদের পরিহার করতে হবে এবং বৃথা অর্থক্ষয় বন্ধ করতে হবে।

দ্বিতীয় প্রহরে রাজা বিচার ব্যবস্থা পরিদর্শন করবেন। বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রাড়্‌বিবাক এবং অন্য বিচারক থাকলেও রাজাই সর্বোচ্চ আদালত। বিভিন্ন মামলার শুনানি তাঁকে শুনতে হয়। তাই বলা হয় 'ব্যবহারান্ নৃপঃ পশ্যেদ্'। চতুষ্পাদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে রাজাকে সাক্ষ্য প্রমাণাদি শুনতে হয়। ফলে তাঁর কান ঝালাপালা হয়। যেক্ষেত্রে রাজার পক্ষে ব্যবহার দেখা সম্ভব হয় না সেক্ষেত্রে সর্বধর্মবিদ্ ব্রাহ্মণকে বিচারক পদে নিয়োগের কথা যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন—'অপশ্যত কার্যবশাদ্ ব্যবহারান্ নৃপেণ তু। সভ্যৈঃ সহ নিযোক্তব্যো ব্রাহ্মণঃ সর্বধর্মবিৎ'।। (ব্যবহারাধ্যায় ৩)। বিচারকেরা যদি ব্যক্তিগত স্নেহ, লোভ, ভয় প্রভৃতি কারণে স্মৃতি শাস্ত্রকে লঙ্ঘন করেন তবে তাঁরাও দণ্ডযুক্ত। কারণ জনসমাজে বিচারকের নামে নিন্দা প্রকৃতপক্ষে রাজারই অপযশের কারণ। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—'রাগাল্লোভাদ্ ভয়াদ্ বাপি স্মৃত্যপেতাদিকারিণঃ। সভ্যাঃ পৃথক্ পৃথক্ দণ্ড্যা বিবাদাদ্ দ্বিগুণং দমম্।।" (ঐ/৪)

তৃতীয় প্রহরে রাজা স্নানাদির পরে ভোজন করবেন। সেই সময়েও তিনি ভয়মুক্ত নন, কারণ মুদ্রারাক্ষসে বর্ণীত উপায়ে তাঁকে বিষ দিয়ে মারার চেষ্টা হতে

Scanned with CamScanner

পারে। চাণক্যও তাই রাজার খাদ্য পরীক্ষার বিধির কথা বলেছেন। খাদ্য পরিপাক না হওয়া পর্যন্ত বিষের ভয় থেকেই যায়।

চতুর্থপ্রহরে রাজ্যস্থ বিভিন্ন ধনী ও অপরাধীদের ডেকে রাজ্যের প্রয়োজনে তাদের কাছে হাত পেতে সুবর্ণ ও অন্যান্য দ্রব্য গ্রহণ করতে হয়। অতএব রাজপদে সর্বদাই চিন্তা ও ব্যস্ততা বর্তমান। তা ভোগের আনন্দ থেকে রাজাকে বঞ্চিতই করে।

Scanned with CamScanner